৭ম বর্ষ ১ম—৪র্থ সংখ্যা

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩৫১বাং

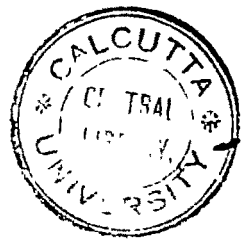

(ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক মূল্য—দেড়টাকা।

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের

নিয়মাবলী

১। বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তি এই পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন।

২। সভ্য পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এবং অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হইবে।

৩। প্রত্যেক সভ্যকে ভর্ত্তি ফী বাবত এক টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা টাকা দিতে হইবে।

৪। যাঁহারা পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাঁহাদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইচ্ছা করিলে ভর্ত্তি ফী ও চাঁদা ব্যতিরেকে সভ্য করিতে পারিবেন।

৫। "সিলেট কাল্‌চারেল এসোসিয়েশনের" সভ্যগণ পরিষদের সভ্য বা গণ্য হইবেন, তাঁহাদিগকে পৃথক ভর্ত্তি ফী বা চাঁদা দিতে হইবে না।

৬। পরিষদের জন্য সংগৃহীত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, তাম্র-ফলক ইত্যাদি এবং পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পরিষদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। কোন সভ্য একাদি ক্রমে দুই বৎসর চাঁদা না দিলে সভ্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়া হইবে।

৮। কোন সভ্যকে সভ্য-পদে রাখিলে তাহা পরিষদের পক্ষে গ্লানি হইবে মনে করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার নাম সভ্য-তালিকা হইতে তুলিয়া দিতে পারিবেন।

৯। কোন ব্যক্তি এককালীন একশত টাকা দান করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাকে আজীবন সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উপযুক্ত মনে করিলে ব্যক্তি বিশেষকে "সহকারী" "আজীবন" সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

P 36/57

শ্রীহট্ট
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

P-36/57

নবম ভাগ

7563
.052

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৫১বাং

প্রিণ্টার—কভার ৪ পৃষ্ঠা "দীননাথ প্রেস, শ্রীহট্ট" ও এতদ্ভিন্ন
স্ত "আনন্দ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্‌লিশিং হাউস্" শ্রীহট্ট, হইতে মুদ্রিত।

বার্ষিক সূচী

১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃ
মুদ্রাস্ফীতি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্ত, এম, এ	১
শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থ পরিচয়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ	৮, ১১,

২য় সংখ্যা

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার	স্বামী শঙ্করানন্দ	

৩য় সংখ্যা

দ্বিজ সুন্দরের বৈদ্যনাথমঙ্গল	শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচার্য্য এম, এ	
বৈদ্যনাথ মঙ্গলের— একখানি পুঁথি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ	

৪র্থ সংখ্যা

হবিগঞ্জ সাহিত্য সভা নববর্ষোৎসব কার্য্যবিবরণী পরিষদীয় (দশম বর্ষ)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ	৩

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৯ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৫১ বাং | ১ম সংখ্যা

মুদ্রাস্ফীতি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্ত এম, এ।*

মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলা যাইতে পারে যে যখনই জনগণের হাতে অতিরিক্ত টাকা বা ক্রয়শক্তি আসিতে থাকে অথচ জিনিষপত্রের উৎপাদন বা ব্যবসাবাণিজ্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না তখনই দেশে অর্থস্ফীতি বা মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ চলাচলের টাকা আসে রিজার্ভ (বা সেণ্ট্রেল) ব্যাঙ্ক হইতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক বা সরকারকে টাকা ধার দিলে, বা তাহাদের হইতে হুণ্ডি, ঋণপত্র, কোম্পানীর কাগজ, সোণা বা অনুরূপ কোন দ্রব্য কিনিলে টাকা বাহির হইয়া আসে। আবার ঋণ আদায় করিলে বা ঋণপত্র, সোনা ইত্যাদি বিক্রয় করিলে টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফিরিয়া যায়। এই টাকার আগম নিগম সাধারণতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান ও ক্রয়বিক্রয় নীতির উপর নির্ভর করে।

যুদ্ধ বা এইরূপ আকস্মিক জাতীয় সঙ্কটের সময় গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স আদায় করিয়া বা জনসাধারণ হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া যত টাকা পান, যদি ব্যয় করেন তার চাইতে অনেক বেশী, তবে এই অতিরিক্ত ব্যয় বাবত সরকারকে নূতন নোট ছাপতে হয় অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

* (সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

হইতে ধার নিতে হয়। সরকারকে ধার দিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নূতন নোট ছাপতে হয়, চলাচলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অতিরিক্ত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অতিরিক্ত নোটের পশ্চাতে সরকারের ঋণপত্র বা অনুরূপ সম্পত্তি রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্তু তাহাতে জিনিষপত্রের দামের উপর এই অতিরিক্ত নোটের প্রভাব ব্যাহত হয় না। বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটীশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষে অনেক জিনিষ কেনা হইয়াছে বা অন্যভাবে টাকা ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ব্রিটীশ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন্ শাখায় ষ্টার্লিং বা ব্রিটীশ সরকারের ঋণপত্র জমা করিয়াছেন বা করিতেছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রিজার্ভব্যাঙ্ক এদেশে তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে নোট সরবরাহ করিতেছেন। ফলে আমাদের দেশে অর্থস্ফীতি ঘটিতেছে।

সরকারী বজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য যে অর্থ সম্প্রসারণ করা হয় তাহাকে একটা বিশেষ রকমের ট্যাক্স বলা যাইতে। কর আদায় ঋণ গ্রহণ করিয়া সরকার আমাদের নিকট হইতে কতক ক্রয়শক্তি (purchasing powe.) কা[illegible] লন এবং উহা নিজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিলাইয়া দেন বা অন্যভাবে ব্যয় ক[illegible] অতএব এই ট্যাক্স বা ঋণদ্বারা অর্থের পুনর্বণ্টন ঘটে। এই বণ্টনের ফলে [illegible] পণ্যমূল্যের সমতা বা পণ্যমূল্য রেখার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেবল ক[illegible] বা ঋণদাতারা নিজেদের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয়। অর্থসম্প্রসারণ [illegible] সরকারের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিলেও অনুরূপ অর্থের পুনর্বণ্টন ঘটে. অর্থসম্প্রসারণের ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া চলে, আমাদের প্রত্যেকে ক্রয়শক্তি কমিয়া যায় এবং আমরা আমাদের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য আমরা যে পরিমাণ জিনিষ কিনিতাম তাহার এক অংশ এখন সরকার বাহা তাহাদের কর্ম্মচারীরা (যাহাদের হাতে নূতনভাবে টাকা আসে) কিনিয়া তফাৎ এই ট্যাক্স একটা নীতি অবলম্বন করিয়া ধার্য্য করা হয়—সাধারণ যে বেশী দিতে পারে তাহার উপরই অধিক কর ধার্য্য করা বিধেয়। অর্থসম্প্রসার রূপ ট্যাক্সের কোন নিশ্চিত নীতি নাই—নূতন টাকা হাতে আসিবে তাহা সব জিনিষ কিনিবে সেগুলির দামই প্রথম বাড়িবে—এবং অবস্থাভেদে বিভি দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন পরিমাণে বাড়িয়া চলিবে। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃ[illegible]

ফলে গরীব লোক ও যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় তাহারাই সবচেয়ে বেশী পীড়িত হইবে। ট্যাক্স ও অর্থ সম্প্রসারণের মধ্যে আর একটা বড় তফাৎ এই যে সরকারী আয়ব্যয়ের উপর অর্থসম্প্রসারণের একটা বিশেষ অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া আছে। কারণ অর্থ-সম্প্রসারণের ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে সরকারী বজেটের ঘাট্‌তিও বাড়িয়া চলে —যাহাতে যতটা ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তা'র চাইতে অনেক বেশী ব্যয় করিতে হয়, কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বা মাগ্‌গী ভাতা দিতে হয়, বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও বিবেকহীন ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হয়, তারজন্য নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। এইসব কারণে বজেটের ঘাট্‌তি বাড়িয়াই চলে এবং এই অতিরিক্ত ঘাট্‌তি পরিপূরণ করার জন্য আবার অর্থসম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়। তাহাতে দ্রব্যমূল্য আরও বাড়িয়া চলে আরও সরকারী খরচ বৃদ্ধি পায়—আবার ঘাট্‌তি হয়। বজেটের ঘাট্‌তি ও মুদ্রাসম্প্রসারণ এইভাবে সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হইয়া চলে। তাই অর্থস্ফীতিকে গোড়ায় সংযত করিতে না পারিলে, ইহার চরম পরিণতি যে কতদূর গড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর মুদ্রাসম্প্রসারণের প্রভাব কিরূপ হয় তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়া চলিলে ব্যবসায়ীরা বেশ মোটা মুনাফা করিতে থাকে। শিল্পী ও উৎপাদকগণও সাধারণভাবে বেশ লাভবান হয়, কারণ দাম যে গতিতে বাড়িয়া চলে তাহাদের উৎপাদন খরচ সে হারে বৃদ্ধি পায় না। কৃষকগণও এইসব কারণে লাভবান হইতে পারে। তবে কৃষিজাত দ্রব্যের—বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের মূল্য অন্যান্য পণ্যমূল্যের তুলনায় কমবৃদ্ধি পায়। ইহার প্রধান কারণ খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলে না। অবশ্য গেল বছরে আমাদের দেশে ধান চাউলের দাম খুব বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু তার জন্য মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা নৈসর্গিক ও রাষ্ট্রীক (যুদ্ধ সম্বন্ধীয়) কারণই ছিল প্রধান।

অর্থ সম্প্রসারণের ফলে দেশের বেকার সমস্যাও অনেকটা লাঘব হইতে পারে। যদি গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে অর্থ সম্প্রসারণ হয় তবে বিভিন্ন বিভাগে অধিকসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ বা নানারূপ সরকারী কাজে কুলীমজুর নিয়োগ এই অর্থ-

সম্প্রসারণেরই আনুসঙ্গিক হইতে পারে। তা ছাড়া লোকের হাতে যত টাকা আসে, শ্রমিকের চাহিদাও তত বাড়িয়া চলে। ব্যবসায়ীরা যখন মোটা মুনাফা করিতে থাকে তখন সাধারণতঃ ব্যবসা কারবারের অনেকটা প্রসার হয়, শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। তবে বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে শ্রমিকদের মজুরী যথেষ্ট দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে না। তাই অনেক সময়ই অর্থস্ফীতির ফলে দেশে ধর্ম্মঘট, শ্রমিক চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়।

এই যুগের বাজারে আমরা আর এক শ্রেণীর লোককে বিশেষ লাভবান হইতে দেখিতে পাই—ইহারা দালাল, Contractor, Speculartor এর দল। ইহাদিগকে সাধারণ ব্যবসায়ীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও সাধারণ অবস্থায়ও ইহাদের ব্যবসা চলে। তবে যখনই কোন কারণে জিনিষপত্রের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া চলে, তখনই ইহারা বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে ও মোটা রোজগার করিতে সমর্থ হয়। আর এদের তৎপরতার ফলে পণ্যমূল্য ও দ্রুত লাফাইয়া উঠে।

টাকার ক্রয় শক্তি হ্রাস পাইলে যাহাদের আয় নির্দ্দিষ্ট বা দ্রুত গতিতে বাড়িতে পারেনা তাহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জমিদার যাহারা নির্দ্দিষ্ট খাজানা পান, বা যাহারা বেঙ্কের বা কোম্পানীর কাগজের নির্দ্দিষ্ট সুদের উপর নির্ভরশীল, যাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতন বা পেনসান পান, ইহাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে থাকে। লোকের হাতে টাকা আসিলে উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের আয় বাড়ে, কিন্তু ঠিক ততটা দ্রুতগতিতে বাড়ে না। শ্রমিক মজুররাও অধিক মজুরী পাইতে পারে কিন্তু পণ্য মূল্য রেখা যখন দ্রুত গতিতে উঠিতে থাকে তখন বর্দ্ধিত মজুরীর হার অনেক নীচে পড়িয়া থাকে। টাকার ক্রয় শক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত বা ধার দেওয়া টাকার মূল্য কমিতে থাকে এবং সঞ্চয়কারী ও উত্তমর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হন। পণ্য মূল্য বৃদ্ধি হইলে সব জিনিষের দাম সমান ভাবে বৃদ্ধি পায় না, তাই বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের সমতা নষ্ট হয়। যে শিল্পীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়িল শতকরা ৫০ আর তার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য বাড়িল শতকরা ৭৫ তাহার আর্থিক অবস্থার অবনতিই হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কম বৃদ্ধি পায়—তাই অনেক সময়ই

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতে পারে।

টাকার ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইতে থাকিলে লোকে স্বভাবতই টাকা হাতে রাখিতে চায় না—আসা মাত্রই ব্যয় করিয়া ফেলে। ইহাতে এক দিকে যেমন জিনিষ পত্রের দাম অত্যধিক বাড়িতে থাকে, অন্য দিকে সঞ্চয় হ্রাস প্রাপ্ত হয়; লোকে ব্যাঙ্কে রাখা বা লেনা দেনার পরিবর্ত্তে সোনা, ভূসম্পত্তি ইত্যাদি কিনিয়া রাখে—এবং এই সব জিনিষের দাম অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলে। অধিক পরিমাণে অর্থস্ফীতি হইতে চলিলে লোকে টাকার উপর বিশ্বাস হারায়, উহা নিতেই চায় না, সমস্ত ব্যবসা কারবার অচল হইয়া পড়ে।

অসংযত মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব। যাহারা আজ সম্পন্ন গৃহস্থ, চোখের সামনে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট মোটা আয় বাতাসে উবে যায়, আবার নূতন এক শ্রেণীর বড় লোক গজিয়ে উঠে যাহারা দালাল, Speculator, বিবেকহীন ব্যবসায়ী। এই আর্থিক বিপ্লব যদি বহুব্যাপী হয় এবং শ্রমিক ও চাষীদেরে লিপ্ত করে, তবে এর ফলে এক বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে যে সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, অসংযত অর্থ সম্প্রসাবণ ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ।

অর্থনীতিজ্ঞগণ মনে করেন, সাধারণ অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসংযত অর্থ সম্প্রসারণ করিয়া দেশের উৎপাদনশক্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যাইতে পারে। তবে যুদ্ধ বা এরূপ জাতীয় সঙ্কটের সময় গবর্ণমেণ্ট যে অর্থসম্প্রসারণ করেন, তাহা সহজেই নিরাপত্তার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় ও সমূহ অকল্যাণের সৃষ্টি করে। অতএব এরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে গোড়াতেই সংযত করা বিধেয়। প্রথমতঃ সরকারকে ট্যাক্স বা জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া বজেটের ঘাটতি পুরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে অতিরিক্ত টাকা জনসাধারণের হাতে গিয়াছে সেগুলি বা তা'র অনেকটাকেই আবার সরকারী তহবিলে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উচ্চহারে আয়কর বা অতিরিক্ত আয়কর একটা প্রকৃষ্ট উপায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যাহাতে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া লয় বা প্রত্যেকে তাহার আয়ের (বিশেষ করিয়া যাহাদের আয় বাড়িয়া চলে তাহাদের) এক অংশ সরকার বা কোন

সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রাখে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অবস্থা ভেদে বাধ্যতা মূলক ভাবে সরকারী ঋণ পত্র কিনার বা সরকারের কাছে পাওনা টাকার আংশিক ঋণপত্র গ্রহণ করার ব্যবস্থা করাও যাইতে পারে। অবশ্য এই সব ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকা দরকার এবং গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহানুভূতি থাকিতে হইবে। নতুবা জবরদস্তি মূলক ব্যবস্থায় বিপরীত ফল ফলিতে পারে। তৃতীয়তঃ দেশের উৎপাদনশক্তি যতটা সম্ভব বাড়ানো যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় দেশের জনবল ও উৎপাদনশক্তি প্রধানতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির যোগান কমিয়া যায়। ইহাও এই সময় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির আর একটা বিশেষ কারণ। কিন্তু কেবল নোট ছাপিয়া জিনিষের অভাব দূর করা যায় না তাই দেশের ধনবল ও জনবলকে সুসংযত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সব রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সময় বিশেষ কারণ ব্যতীত বিদেশীর কাছে তাহাদের ঋণপত্র বা নোট গ্রহণ করিয়া জিনিষ পত্র রপ্তানী করা বাঞ্ছনীয় নহে। বরঞ্চ বিদেশ হইতে পণ্যাদির বিশেষ করিয়া কলকব্জা ইত্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা করা উচিত। চতুর্থতঃ দ্রব্য মূল্য বিশেষ করিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সুপরিকল্পিত বণ্টন ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কোন ফল হয় না, শাদা বাজারের পরিবর্ত্তে কালো বাজারের সৃষ্টি হয় মাত্র।

পরিশেষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, জিনিষপত্রের বিশেষ করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এরূপ হওয়া উচিত যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাহাদের আয়ের দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইতে পারে। আবার নিরূপিত মূল্য এরূপ হওয়া দরকার যে উৎপাদকগণ যথেষ্ট মুনাফা পাইতে পারে। এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান সব সময় সহজ হয় না। উৎপাদন খরচ ও কুলী মজুরীর হার কয়েকগুণ বাড়িয়া গেলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের নিরূপিত মূল্য ও আগেকার তুলনায় কয়েকগুণ বেশী হইবে অথচ যাহাদের আয় বাড়ে নাই তাহারা এতটা অতিরিক্ত দাম দিতে সক্ষম

হইবেনা। যদি সাধারণ ভাবে অনেকের আয় যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে শ্রেণীবিশেষের সুবিধার জন্য জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক কমাইবার চেষ্টা না করিয়া সেই বিশেষ শ্রেণীর আয় যাহাতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় সেরূপ চেষ্টা করাই বিধেয়। আর একটি কথা। ধরুন—চাউলের দাম বাধিয়া দেওয়া হইল, অথচ হালের বলদের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে, সব লোক বেশী মজুরী পাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে না—এ অবস্থায় ধানের চাষ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক তাই একক ভাবে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া কার্য্যকরী হয় না। দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও দেশের শ্রম নিয়ন্ত্রণ ও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এরূপ ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের সাফল্য গবর্ণমেণ্টের সংঘটনশক্তি ও কর্ম্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করিবে। কারণ, এই প্রচেষ্টায় আমাদের আর্থিক বনিয়াদ অনেকটা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন, উৎপাদন প্রসার, ও চলাচল হইতে অতিরিক্ত টাকা তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা একই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ইহার কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। ধরুন কতকগুলি জিনিষের দাম বাধিয়া দেওয়া গেল ও কাহাকেও বেশী কিনিতে দেওয়া হইল না। ফলে যাহাদের হাতে বেশী টাকা রহিয়া গেল তাহারা এখন কি করিবে? এই অতিরিক্ত টাকা দিয়া হয়তঃ অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্য কিনিবে, ফলে ঐ সব জিনিষের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদকগণ নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য তৈয়ার না করিয়া অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চাহিবে। তাহাতে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের যোগান ও হ্রাস পাইবে। এবং বিভিন্ন জিনিষের দামের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নষ্ট হইবে। অতএব একটা সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সব জিনিষের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত টাকা উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আংশিক ব্যবস্থায় বিশেষ সাফল্য লাভের আশা করা যাইতে পারে না।

শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ।

৺বিপিন চন্দ্র পাল

পৈল, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

১। আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। / শঙ্খের সমালোচনার আলোচনা / জ্যৈষ্ঠের, 'নব্যভারত' হইতে পুনর্মুদ্রিত। / শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল / প্রকাশকঃ / পাল ব্রাদার্স। / ৫৫ বি শাখারী পাড়া রোড, ভবানীপুর। / কলিকাতা। মূল্য তিন আনা / পৃ ১৫ ; আকার ৯½″ × ৬½″ ইঞ্চি।

২। চরিত-কথা / শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল রচিত / দ্বিতীয় সংস্করণ / ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স / কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ / ১৩৩৬ / মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, / পৃঃ ২৭২ ; আকার ৭″ × ৫″ ইঞ্চি।

৩। চরিত-কথা / শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল রচিত / কলিকাত। / ৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্এব / পুস্তকালয় হইতে / শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত / ১৩২৩ / All right reserved by the publisher. / মূল্য ১।০ টাকা / পৃঃ ২৮৬ ; আকার ৭½″ × ৪½″ ইঞ্চি।

৪। জেলের-খাতা। / শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল প্রণীত। / প্রকাশক / শ্রীশ্রীশ চন্দ্র গুপ্ত, / ৯।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / কলিকাতা / ৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "ঘোষ প্রেস" / শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। / ১৩১৬। / পৃঃ ৩+১০৬ ; আকার ৭½″ × ৪½″ ইঞ্চি।

৫। প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ / বিপিন চন্দ্র পাল / প্রবর্ত্তক পাব্‌লিসিং হাউস / ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / পৃঃ ১৪২ ; আকার ৭½″ × ৪½″ ইঞ্চি। [অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৪১ বাং]

৬। বিপিন বাবুর বক্তৃতা। / শ্রীরমেশ চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত / কলিকাতা / ১৭নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার, কলিকাতা। / "নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" / শ্রীকেবল রাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। / ১৩১৫। / মূল্য ।০ তিন আনা / পৃঃ ৮+৬৭ ; ৭″ × ৪⅝″ ইঞ্চি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৯ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫১ বাং | ২য় সংখ্যা

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার।

স্বামী শঙ্করানন্দ।

অতি প্রাচীনকালে যে অতীতের ঘনান্ধকার দূর করিতে অসমর্থ হইয়া ইতিহাস লজ্জায় অধোবদন, সেই প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুনদীর তীরে এক অতি সভ্য জাতি বাস করিত। তাহারা সভ্যতার অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। প্রণালীবদ্ধ সুগঠিত বাড়ী, সমান্তরাল ও সরল বর্ত্ম নিচয় আবৃত, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত পয়ঃ প্রণালীসমূহ, তাহাদের উচ্চাঙ্গের কৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। চক্রে প্রস্তুত ও অতি সুন্দরভাবে অগ্নিদগ্ধ মৃৎপাত্র সমূহে, বিভিন্ন প্রাণীদের অতি সুন্দর ও অবিকল প্রতিমূর্ত্তি সমূহ, তাহাদিগের শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া, সমস্ত পৃথিবীর বুধমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। অধুনালুপ্ত এই জাতির ধ্বংসাবশেষ নগরী সমূহ হইতে আবিষ্কৃত—দ্রব্যাদি হইতে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী ও তাহাদের ভারতীয় অনুবর্ত্তিগণ মনে করেন এই জাতি বৈদিক আর্য ভিন্ন অন্য কোনও জাতি হইবে। এই নগরী সমূহ ৫০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে অব্যাহত রাখিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বৈদিক আর্যগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর এক দলের মতে—খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। সুতরাং এই নগরী সমূহ বা সভ্যতার সহিত বৈদিক আর্যগণের কোনও সংশ্রব নাই, ইহাই

একশ্রেণী ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এবং তাহাদের ভারতীয় অনুবর্ত্তিগণের অভিমত।

এই জাতি একপ্রকার চিত্রলিপি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই চিত্রলিপি প্রোঃ ল্যাঙ্গডনের মতে মিশরীয় Hiroglphicsএর সদৃশ এবং সুমেরীয়দিগের রৈখিক (teni r) ও শূলমুখ (Cuniform) লেখা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি আরও বলেন সিন্ধুলিপির অক্ষরের নির্মাণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে যে এই লিপি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির জননী, এবং তিনি অনেকগুলি অক্ষরের সহিত ব্রাহ্মী অক্ষরের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে ও সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে, সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার কৌশল সেমিটিক লিপির ভিতর অনুসন্ধান না করিয়া—কারণ সেমিটিক অক্ষর হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের জন্ম হইয়াছে, এই মত প্রমাণ করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা পরে দেখিব p of Langdon এর মত, কত সুচিন্তিত এবং সত্য!

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করিবার পূর্ব্বে লিপির উদ্ভাবন কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন। অক্ষরের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত কোনও মতবাদ নাই। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী অক্ষর সমূহকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ প্রযত্ন হইয়াছেন। প্রথম জানিতে হইবে অক্ষর কি। অক্ষর ধ্বনির প্রতিকৃতি, ধ্বনির ছবি। প্রথম অক্ষর চিত্র মাত্র। তন্ত্র, ব্যাকরণ ও সঙ্গীতে ধ্বনি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। বেদে এই ধ্বনির বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম ধ্বনি ছিল এক। তাহাতে কোনও বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। পরে সেই ধ্বনি দুইটীতে পরিণত হইল। উদাত্ত ও অনুদাত্ত, ক্রমে সমাজের বিবর্ত্তনের সঙ্গে ধ্বনির আরো বিবর্ত্তন হইল এবং উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্ত্তী স্বরিত নামক তৃতীয় ধ্বনির আবির্ভাব হইল। সামগান এই তিন ধ্বনিতে গীত হইত। এখনও ভারতের কোনও কোনও স্থানে, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে সামগান তিন স্বরেই গীত হয়। ইহার পর আরো দুইটী ধ্বনি আবিষ্কৃত হইয়া পঞ্চ ধ্বনির সৃষ্টি হইল। পঞ্চ ধ্বনিই বৈদিক ধ্বনি বিবর্ত্তনের শেষ ধাপ। পরে সঙ্গীতকারগণ আরো দুইটী ধ্বনি আবিষ্কার করিয়া ধ্বনি সপ্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তন্ত্র এই ধ্বনি পঞ্চককে বৈদিক দেবতা সূর্য্য, অগ্নি, সোম, দ্যৌও পৃথিবীর ধ্বনি বলিয়া ভাগ করিয়াছেন।

সূর্য্য	অগ্নি	পৃথিবী	জল	আকাশ
অ, আ	ই, ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	ং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব (w)	শ
ষ	ক্ষ		হ	

সূর্য্যের ধ্বনি আশ্চর্য্যসূচক অব্যক্ত শব্দ, যেমন আঃ এঃ ইত্যাদি। সূর্য্য আদিম মানবের নিকট আশ্চর্য্যজনক পদার্থ। ইহার উদয় ও অস্ত মানবমনকে বিবিধভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। মানব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ফট্ ফট্ ২ট্ ২ট্ ইত্যাদি শব্দ করিয়া থাকে, পৃথিবীতে আঘাত করিলে ধপ্ ধপ্ শব্দ হয়। জলে সন্ সন্, ঝম্ ঝম্ ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায় এবং আকাশে অব্যক্ত হুম্ হুম্, শন শন, হা হা ইত্যাদি ধ্বনিপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন এই সকল ধ্বনি কি করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল? সূর্য্যের ধ্বনি সূর্য্যের ছবি দিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, সূর্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ, যেমন আকাশ, উদয়াচল, অস্তাচল বা মেরুর দ্বারা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

অগ্নির ধ্বনি, অগ্নির শিখা, অগ্নির প্রতীক সূর্য্য, বা অগ্নিকুণ্ড বা

অগ্নির সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন অন্য কোনও পদার্থের দ্বারা অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ধ্বনি, পর্ব্বতের চিত্র, বা পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য পদার্থের চিত্র দ্বারা অঙ্কিত করা যায়। জলের ধ্বনি নদী, পুষ্করিণী বা অন্য যাহা কিছু জলের সহিত সম্বন্ধে আছে, তাহা দ্বারা অঙ্কিত করা সম্ভব।

আকাশের ধ্বনি, আকাশের চিত্রদ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়। সীমাহীন আকাশকে কি করিয়া অঙ্কিত করা যায়? আকাশে, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা উঠে, সুতরাং আকাশের ধ্বনি সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, মেঘ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্কিত করা যায়।

এই পঞ্চধ্বনি প্রকাশক অক্ষর এত অধিক কেন? পাঁচটী মাত্র অক্ষরের স্থানে ৪৫টী অক্ষরের কি প্রয়োজন? আর পাঁচটীর পরিবর্ত্তে এত ধ্বনির বা সমাবেশ কেন? ইহার উত্তরে বলিতে পারি, বিভিন্ন আর্য গোত্রে একই ধ্বনি, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহাকে ধ্বনির Variant বা বিভিন্ন প্রকাশ বলা যাইতে পারে। যেমন আধুনিক কালে দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম বঙ্গে যে ধ্বনি শ রূপে উচ্চারিত, তাহাই পূর্ব্ববঙ্গে হ রূপে উচ্চারিত হয়। শ এবং হ একই আকাশবাচী ধ্বনি, শুধু স্থানের পার্থক্যে ধ্বনির পার্থক্য। আবার একই ধ্বনি অন্য ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যেমন ইংরাজীতে ড (D) ড (ে) ত পরিণত হয়। যেমন Do grandern আবার গ (G) জ (J) তে পরিণত হয় যেমন Go, ganges, G. D. J ইহারা একই পৃথিবীবাচী ধ্বনি। ইহাদের একটী অপরটীতে পরিণত হইতেছে। সুতরাং একই বিভাগে বিভিন্ন ধ্বনি Variants বা একই ধ্বনির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সুতরাং তন্ত্রকার যে বলিতেছেন ধ্বনি পাঁচটী তাহা সত্যই। যখন গোত্র সমূহ গোষ্ঠীতে (Community) তে পরিণত হইল, তখন যে সকল গোত্র এক গোষ্ঠীতে পরিণত হইল, তাহাদের ভিতর প্রচলিত ধ্বনি সমূহ, গোষ্ঠী ধ্বনি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। আর্য সমাজ, দেব, নর ও রাক্ষস এই তিন গোষ্ঠী দ্বারা প্রথম গঠিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য এখনও হিন্দুগণ তাহাদের সন্তানগণ দেব, মনুষ্য কি রাক্ষস গোষ্ঠী

সম্ভবত তাহা জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা নির্ণয় করেন। তাই আমরা বলি অমুক দেবগণ, অমুক নরগণ ইত্যাদি। দেব, নর ও রাক্ষস একই আর্য্য জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী মাত্র। আমরা জানি রাক্ষস রাবণ আর্য্য ঋষি বিশ্রবা মুনির পুত্র সুতরাং যখনই আমরা বলি অমুকের দেবগণ তখনই আমরা আমাদের সেই সুপ্রাচীন আর্য্যপূর্বপুরুষগণ যে সামাজিক বিভাগ করিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া থাকি।

দেবগণের অক্ষর সমূহ :—

মরুত	অগ্নি	পৃথিবী	সোম	আকাশ
অ, আ	...	ও	ঔ	...
এ	...	...	...	—
ক	...	ড	ঝ	ঞ
ত	থ	দ	..	ম
..	ফ	ল	...	...

নরগণের অক্ষর :—

মরুত	অগ্নি	পৃথিবী	সোম	আকাশ
..	ই	জ	ক্ষ ক্ষ	ং ঃ
...	ঐ	ব	ভ	..
চ		...	ব (V)	শ
য	ছ	..	স	হ
...	...	...	...	...

রাক্ষসগণের অক্ষর :—

মরুত	অগ্নি	পৃথিবী	সোম	আকাশ
..	ই ঈ	উ ঊ	...	—
—	থ	গ	.	—
ট	ঠ	...	ঘ	ঙ
প	ফ	...	ঢ	ণ
ষ	র	ল	ধ	ন
			—	—

পরবর্ত্তীকালে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মিলিত হইয়া বিরাট আর্য্য সমাজ গঠিত হইয়াছিল। পরস্পরের ভিতর—বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর—ভাবের আদান প্রদানের জন্য এক সাধারণ ভাষার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ফলে সমস্ত গোষ্ঠী ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করিয়া, সকল গোষ্ঠী ভাষাকে সংস্কার করিয়া, এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহাই সংস্কৃত ভাষা। প্রথম যে সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা এক নহে। পরে বহু নূতন শব্দ যোজিত হইয়াছে এবং বহু প্রাচীন শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এখন ভারতের সীমান্তে বাঙ্গালার শেষপ্রান্তে এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে আর্য্যদিগের ভিতর প্রচলিত শব্দ সমূহের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কথ্য শব্দ সমূহ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতির অব্যাহত ধারার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

লিপি কৌশল আবার ভিন্ন আর্য্য গোত্রে বিভিন্ন প্রকার ছিল। কোন গোত্র হয়ত: হাড়ী কলসী দ্বারা ধ্বনি প্রকাশ করিত, কোনও গোত্র মানুষের বিভিন্ন অবস্থান, মানবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পশু পক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির দ্বারা

ধ্বনি সমূহ প্রকাশ করিত। বর্ত্তমানে এই সকল, সমস্ত ধ্বনি নির্দ্দেশক বিভিন্ন প্রণালী সমূহ একত্র হইয়া যাওয়ায় প্রাচীন ধারার অনুসন্ধান করা কঠিন হইয়া পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গীয় মাটীর হাড়ীর নাম হইতে নিম্নলিখিত লিপির সন্ধান পাওয়া যায়।

সূর্য্যবাচী	অগ্নিবাচী	পৃথিবী বাচী	জলবাচী	আকাশবাচী
আউটা—আ কাই—ক টুন্টি—ট তোলা—ত চাঠা—চ	থাল—থ	গাছা—গ (বাতিদান)	ভেটু—ভ ঘট—ঘ	হরা—হ শরা—শ

এখানে যে সকল দ্রব্যের নাম দেওয়া গেল, এই সকল দ্রব্যের আলাদা সত্য সত্যই অক্ষর আছে, তাহা অবশ্য এখন একস্থানে নাই, বিভিন্ন ভাষায় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ত্তমান।

মহেঞ্জো ডাবতে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত চার্ট ও অভিধানের সাহায্য পড়িতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, তন্ত্রের অভিধান সমূহের সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় চিত্রাক্ষর—যেমন মিশরীয়, চৈনিক, প্রভৃতিও পড়িতে পারা যায়। সুতরাং তন্ত্রই অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে, যে শব্দগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়। একটীমাত্র পূর্ণ বাক্য পাওয়া গিয়াছে। তাহা শিব পশুপতি ছবি হইতে প্রাপ্ত। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, শিব পশুপতি এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ জানোয়ার সমূহ অক্ষর প্রতীক সমূহ মাত্র।

যেমন :—মহিষ—জ্ঞ। গণ্ডার—ল। মানব—ঃ। কটী—ত। হাড়ী—ব। মাছ—প। হাতী—শ। মানব—ক। ব্যাঘ্র—উ। পশুপতি—ম। ছাগ—ঐ—।

সুতরাং এই সমস্ত অক্ষর নিয়া আমরা নিম্নলিখিত বাক্য পাইতেছি।

(১) জলঃ পথ ততম্ শকুনৈ। এখানে শকুনৈঃ শব্দের বিসর্গ জলে আসিয়া লাগিয়াছে।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার কৌশলের আবিষ্কারের ফল অতি সুদূর প্রসারী হইবে। ইহার সাহায্যে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস সমূহ নূতনভাবে গ্রন্থিত হইবে। মিশর এশিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিত হইবে। মিশরীয় চিত্রাক্ষর পঠিত হয় নাই। তাহা শুধু এই নব—আবিষ্কৃত কৌশল সহায়েই পাঠ করা সম্ভব, সুতরাং এই সিন্ধুলিপির আবিষ্ক্রিয়া নব যুগের সূচনা করিতেছে।*

শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ।

৺বিপিন চন্দ্র পাল — জন্ম ১২৬৪ বাং কার্ত্তিকমাস
পৈল, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। — মৃত্যু—১৩৩৯ বাং ৬ জ্যৈষ্ঠ।

৭। ভক্তি-সাধনা/ (মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশ।) প্রথম খণ্ড।/ শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।/ কলিকাতা/ ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে/ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১৮৯৪।/ ব্রাহ্ম সংবৎ ৬৪।/ মূল্য ।৹ আনা/ পৃঃ ৵০+১০৫; আকার ৮¾″×৭″ ইঞ্চি।

৮। আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বাদশ গ্রন্থ/ সত্য ও মিথ্যা/ শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল/ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স/ ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা/ শ্রাবণ ১৩৩০/ পৃঃ ১৬১+৫; (৩য় সংস্করণ)

(ক্রমশঃ)

*লেখকের—Rigvedic culture of the pre historic India, Vol.II দেখুন।

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৯ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫১ বাং | ৩য় সংখ্যা

দ্বিজ সুন্দরের বৈদ্যনাথ মঙ্গল

শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচার্য্য এম্, এ

শিব সাহিত্য বাঙলার প্রাচীনতম সাহিত্য। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' প্রবাদটি শিব গীতির প্রাচীনত্বের নিদর্শন। পরম শৈব সেন নৃপতিদের সময়ে বঙ্গে শিব সাহিত্য রচিত হইত, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে আছে—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত চেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥

—চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভিক্ষুকেরা শিবগান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। শিব গীতির মাধুর্য্যে মহাপ্রভু মহেশভাবে আবিষ্ট হইতেন। এই সব শিবগীতি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিবমাহাত্ম্য সূচক কাব্যগ্রন্থ ও অধিক পাওয়া যায় না। স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ অধিক পাওয়া না গেলেও বঙ্গের প্রাচীনতম সমস্ত মঙ্গল কাব্যেই শিব কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

কাব্য ও সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকের কবি ভারত চন্দ্র পর্য্যন্ত শিব-সতী ও শিব পার্বতীর কাহিনী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিওয়ালাদের উমা-সঙ্গীতে ও মালদহের গম্ভীরা সাহিত্যে শিব-পার্বতীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গান রচিত হইয়াছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হরগৌরীর কাহিনী নিয়া কিছু পদ রচনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা শিব-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিবমাহাত্ম্য সূচক কাব্যগুলিতে শিবের একাধিক রূপ দেখা যায়। কৃষক শিব, শাঁখারী শিব, কোচনী পাড়ার শিব—শিবের বহুবিধ রূপ শিব-সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে। পৌরাণিক শিব-সতী ও শিব-পার্বতীর কাহিনী অবলম্বনেও কয়েকখানা কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্তই অল্প এবং আকারে ক্ষুদ্র।

শিবের অপর একটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি ভিষক্, বৈদ্যনাথ। ভিষক্‌রূপী শিবের পরিকল্পনা বেদে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ভিষক্ শ্রেষ্ঠ যে রুদ্রের বর্ণনা আছে (১) সেই রুদ্রই ক্রমে অথর্ববেদের 'একব্রত্যের' সহিত মিশিয়া শিবে পরিণত হইয়াছেন। অবশ্য এবিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। প্রসঙ্গ ক্রমে এস্থলে শিবের ক্রমবিকাশ নিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কেহ বলেন শিব বেদের রুদ্র, কেহ বলেন শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা। কেহ শিবকে বৌদ্ধ উপাদান দিয়া গঠন করিয়াছেন। শিব একাধিক দেবতার বৈশিষ্ট্য নিয়া গঠিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ইনি মূলতঃ ব্রাত্যদিগের দেবতা। অথর্ব বেদে এই ব্রাত্যদিগের কথা পাওয়া যায়। ব্রাত্যেরা পশু পালন করিত। এই পশুপালকদিগের দেবতা শিব পশ্চিম এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইউরাল ও আল্টাই পর্বতবাসী 'ফিন্' জাতির দেবতা 'শিব' ছিলেন। সেমিটিক জাতির দেবতারূপে ও শিবের নাম পাওয়া যায়।

"He is the god Saiv of the Ural Altaie Finns, meaning the profeeting god, an epithet of the deity", which is according to Castren to common to all the Ural Altaie tribes. He is apo the Hindu shepperd god Sib or Shiva and the father god of the Semitic race who called them-

(১) ঋগ্বেদ ২ মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত ১-৪ উক্তি, রমেশদত্ত অনুবাদিত।

selves the Song, of Sheva or Sheba, the seven gods.'—The rufing races of Pre historic finnes by J. F. Hewett.

অথর্ববেদে ও শিবের সপ্ত মূর্তির উল্লেখই দেখা যায়।

আর্য্যজাতি যখন ব্রাত্যদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান সুরু করিলেন, তখন তাহারা ব্রাত্যদিগের দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বৈদিক দেবতা রুদ্র ও ব্রাত্যদিগের 'একব্রাত্য' এই দুই দেবতার বিশেষ বিশেষ গুণাবলী গ্রহণ করিয়া যে নূতন দেবতার সৃষ্টি হইল, ইনিই শিব। দুই দেবতার বৈশিষ্ট্য লইয়া শিব অসামান্য হইয়া উঠিলেন, সকল দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন, 'ঈশ্বর' হইলেন। শিবের মধ্যে বৈদিক রুদ্রের আর্য সুলভ গুণগ্রাম ও যাযাবর ব্রাত্যদিগের বৈশিষ্ট্য উভয়ই মিশ্রিত হইল।

পুরাণে বৈদ্যনাথরূপী শিবের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১। হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রেও শিবকে আদি উপদেষ্টা বলিয়া গণ্য করা হয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণে শিবকে কৃষক চিকিৎসক রূপে দেখা যায়। ক্ষেতে কাজ করিবার সময় মাছি, মশা প্রভৃতির দংশন হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত শিব সেখানে নানাবিধ টোট্‌কা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। বিদ্যাপতির হরগৌরী পদাবলীতে দেখা যায়, উমা মূর্ছা গেলে শিবকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মূর্ছা ভাঙ্গানো হয়। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রস্তর মূর্তির মধ্যে ভিষক্‌রূপী শিবের একটী মূর্তি দেখা যায়। তিনি দক্ষিণ হস্তে একটী হামানদিস্তা বা খলসমেত ডাটি ধরিয়া আছেন, বামহস্তে জপমালা। নিম্নে তাহার চিরপরিচিত বাহনটি উপবিষ্ট।

বৈদ্যরূপী শিবের কাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিজ সুন্দর নামক এক কবি 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' নামে একখানা কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের কাহিনী নিয়া ইতিপূর্বে কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (২) 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' কাব্যের একখানি পুথির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। পুথিখানি অসম্পূর্ণ, ৯ পত্রাঙ্ক মাত্র, ১২১০ সালে লিপিকৃত। দ্বিজ সুন্দর এবং দ্বিজ মণিরাম উভয় ভণিতাই উক্ত পুথিতে পাওয়া যায়।

প্রায় তিনবৎসর অতীত হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রামতনু লাহিড়ী গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক এবং বর্ত্তমানে গৌহাটী কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, তাঁহার পারিবারিক সদানন্দ

ও জয়দুর্গা গ্রন্থাকারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে রক্ষিত পাঁচখানা বৈদ্যনাথ মঙ্গল পুথি আমাকে দেখিতে দেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই পাঁচখানা পুথি অবলম্বনেই রচিত হইল। উপরি উক্ত পাঁচখানি পুথির মধ্যে দুইখানি সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা যথাক্রমে [১—২৬] ও [১—৪১], অপর তিনখানি খণ্ডিত হইলে ও প্রত্যেক খানিরই পত্রাঙ্ক ২০ এর অধিক।

কবিপরিচয়—গ্রন্থ হইতে কবির বিস্তৃত পরিচয় কিছুই জানা যায় না। মাত্র এইটুকু জানা যায় যে কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর। কবির অপর নাম দ্বিজ মণিরাম। কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই মনে হয়, সংস্কৃতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

কবির প্রকৃত নাম কি, আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন কোন পুঁথিতে দ্বিজ সুন্দর ও দ্বিজ শঙ্কর উভয় ভণিতাই পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ ১৮ সংখ্যা, ৪২ পৃষ্ঠায় কবির নাম দ্বিজ শঙ্কর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভণিতা—(১) বৈদ্যনাথ মঙ্গল লোক শুন একমনে।
বলেন সুন্দর রায় শঙ্কর চরণে॥
(২) বৈদ্যনাথ মঙ্গল লোক শুন একমনে।
বোলেন সুন্দররামে শঙ্কর চরণে॥
(৩) দ্বিজ মণিরামে বোলে শঙ্কর চরণ।
বৈদ্যরূপে ব্যাধি মোর করহ মোচন॥

দ্বিজ মণিরাম ভণিতা মদ্ আলোচিত পাঁচখানি পুঁথির দুইখানির ২।৩ স্থানে ও সা, প, প, পুঁথিতে পাওয়া যায়। একই পুঁথিতে সুন্দররায় ও সুন্দররাম থাকাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কবির প্রকৃত পূরা নাম সুন্দররাম রায় এবং অন্য নাম মণিরাম রায়। দ্বিজ শঙ্কর ভণিতা আমার আলোচিত পাঁচখানি পুঁথির দুই খানিতে (এবং দুই খানির ভাষা প্রায় একই রূপ) মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু পিতার নাম একই রহিয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'সুন্দর' নকলকারীর হস্তে 'শঙ্করে' পরিণত হওয়া বিচিত্র

(১) পদ্মপুরাণ, বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যে, ৭ম অধ্যায়।
(২) ব, সা, প, প, ৪, পৃ ৩৩৮।

নহে মনে হয়, দ্বিজসুন্দর নকলকারীদের দ্বারাই 'দ্বিজ শঙ্করে' পরিণত হইয়াছেন।

গ্রন্থ রচনার তারিখ—গ্রন্থ মধ্যে কবি কোথাও গ্রন্থ লিখনের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই; বা, এমন কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই, যাহা দ্বারা কবির কাল সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে গ্রন্থের ভাষা প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিজসুন্দর 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' রচনা করেন।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু—'বৈদ্যনাথমঙ্গল' গ্রন্থে ছয়টি উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান এবং দীর্ঘতম কাহিনী রাবণরাজার উপাখ্যান নিয়া রচিত। শিবভক্ত রাবণ প্রভুকে লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিতে গিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং পরে নিজ দশমুণ্ড ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা শিবকে পূজা করিয়া কিরূপে তাঁহার কৃপাভাজন হইয়াছিলেন—ইহারই বিস্তৃত কাহিনী রাবণরাজার উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণরাজার কাহিনীটি দ্বিজসুন্দর পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বৈদ্যনাথ রাবণেশ্বর লিঙ্গ সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, মূলতঃ তাহা অবলম্বন করিলেও ইহার সহিত দ্বিজসুন্দরের গ্রন্থের শেষের দিকে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই কাহিনীর সহিত সুবিধামত কালপ্রচলিত শিবপার্ব্বতীর কলহের গল্পটি কবি জুড়িয়া দিয়াছেন। P 36,167

অপর পাঁচটি উপাখ্যান গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় না দিয়া কি কি ঘটনা অবলম্বনে কাহিনীগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাই বিবৃত করিলাম। প্রথমটিতে ভোজদেশস্থ এক গুণবতী রমণীর বক্তবাত হওয়া এবং শিবের প্রসাদে আরোগ্যলাভ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে—মুণিব্রহ্ম নামক এক নৃপতির ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত ও বিষাক্ত হওয়া এবং শিব আরাধনায় আরোগ্যলাভ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে—এক রাজপুত্র বলপূর্ব্বক পরদার রত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত হয়। অতঃপর শিবের আরাধনা করিতে গেলে শিব তাহার নিকৃষ্ট, অধার্ম্মিক কার্য্যের জন্য পূজায় তুষ্ট না হইয়া রাজপুত্রকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সংসারে শত অপকর্ম করিয়া অবশেষে শিবের আরাধনা

করিলেই যে অপরাধীর অপরাধ ক্ষালন হয় না, তৃতীয় কাহিনীটিতে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ কাহিনীতে—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতির শিব আরাধনায় রাজ্যলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম ও শেষ গল্পে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ রমণী শিবের তপস্যা করিয়া কিরূপে দৃষ্টি লাভ করিলেন, ইহাই বিবৃত হইয়াছে।

কবিত্ব—গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভাষায়, ভাবে ও উদ্দীপনাগুণে এখানিকে সকল শিবমাহাত্ম্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার বহুস্থানে যে শিবস্তুতি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের ও ভক্তিহৃদয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার বর্ণনাও মধুর।"

(বিশ্বকোষ, ১৮, পৃঃ ৪২)

এক স্থলে শিবের বর্ণনা এইরূপ—

হেম গৌরাঙ্গ রূপ বৃষভ বাহন।
কণ্ঠেত বাসুকি সর্প ত্রিশূলভূষণ॥
পঞ্চশিরে পঞ্চমণি শুভে মন্দাকিনী।
মহাদীর্ঘাকার জটা আর দিব্য মণি॥
করতলে শুভে অঙ্গুরি পৈবে বাঘাম্বর।
কর্ণেত ধুতুরার পুষ্প শুভে মনোহর॥ ইত্যাদি।

অন্যত্র, একস্থলে কবি সুন্দর কবিত্ব কবিয়াছেন—

দৃঢ় করি ভজ লোক পদে লও ছায়া।
এ জনম রূপ যৌবন সব মিছা মায়া॥
এ ধন সম্পদ সব ঘরে থুইয়া।
আসিব দারুণ যম লই যাইব ধরিয়া॥
কার ধন কার জন মিছা এ জীবন।
চক্ষু মেলি দেখে সব নিশির স্বপন॥

গ্রন্থের এক জায়গায় শিব পার্ব্বতীর কলহের একখানি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে চিত্রখানি মনসা মঙ্গল কাব্যের হরগৌরী কোন্দলের অনুরূপ। ক্রুদ্ধা গৌরী পুত্র লম্বোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মহামায়া বোলে পুত্র শুন লম্বোদর।
হস্তে ধরি পুরি হতে বুড়া বার কর॥
কর্ণ হতে কাড়ি লও চক্র ভূষণ।
প্রথমে খসাও বুড়ার যোগীর লক্ষণ॥

* * * *

বৃষ নিয়া বান্ধ পুত্র দেশ দেশান্তর।
বলদ নিয়া রাখ সিংহের মন্দির॥
ভাঙ্গের ঝুলি কর অগ্নির আহার। ইত্যাদি।

ষষ্ঠীবর দত্তের 'পদ্মাপুরাণে (১)' অনুরূপ কয়েকটি পংক্তি পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মহামায়া বলে শুন পুত্র লম্বোদর।
হস্তে ধরি বুড়ারে দেশের বার কর॥
হাত হনে কাড়ি লও ডুমুর ত্রিশূল।
প্রথমে কাড়িয়া লও ধুতুরার ফুল॥

* * * *

বৃষ নিয়া বেচ পুত্র দেশ দেশান্তর।
নহে বান্ধি রাখ নিয়া ব্যাঘ্রের মন্দির॥
ভাঙ্গের ঝুলি নিয়া কর অগ্নির আহার। ইত্যাদি।

উভয়েই ১৮শ শতকের কবি, কে কাহার নিকট ঋণী, বলা যায় না। অথবা, দেশ প্রচলিত কোন ছড়া উভয় কবিই অবলম্বন করিয়াছেন, এমনও হইতে পারে।

বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য বর্ণনা এইরূপ—

জক্ষ বাত রক্ত বাতপীত্তশূল রোগ।
শুল লথ শুল পেট শুল আর যোগ॥
সত জ্বর মহাব্যাধি রোগের পীড়িত।
যত ইতি রোগ দেখ আছে পৃথিবীত॥

(১) শ্রীবিরজানাথ ঘোষ সম্পাদিত 'ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ', পৃঃ১৬।

কুষ্ঠ আদি মহারোগ শরীর জর্জ্জর।
চলিতে না পারে ক্ষেত শরীরে বিস্তর॥
লোকে দেখি ঘৃণা করে যাহারে না চায়।
এমন পামর জদি বৈদ্যনাথে জায়॥
দরশনে যাইব করি যদি দৃঢ় কৈল।
এই সব যত ব্যাধি অন্তর হইল॥

গ্রন্থের ভাষা—গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ ভিন্ন দুরূহ শব্দ খুবই বিরল। পুঁথিতে যেরূপ বানান আছে অবিকল তদ্রূপ বানানই উপরে উদ্ধৃত অংশে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে পাঠকদের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বৈদ্যনাথ মঙ্গলের একখানি পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ

আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে রক্ষিত পাঁচখানি বৈদ্যনাথ মঙ্গল পুথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় দ্বিজ সুন্দরের বৈদ্যনাথ মঙ্গল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই পাঁচখানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংহতি [১০ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ১০]পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাঁচখানি পুঁথি ব্যতীত আরও পাঁচখানি বৈদ্যনাথ মঙ্গল পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি। এই পাঁচখানি পুঁথির মধ্যে একখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, একখানি শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে, একখানি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে, শিলচর নর্মাল স্কুলে এবং একখানি [মাধব বাবুর আলোচিত পাঁচখানির অতিরিক্ত] আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে আছে। মোট ১০ খান পুঁথির মধ্যে পাঁচখান সম্পূর্ণ এবং লিপিকালের উল্লেখযুক্ত। অবশিষ্ট পাঁচখান খণ্ডিত এবং লিপিকালের উল্লেখ হীন।

বৈদ্যনাথ মঙ্গলের একখানি পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

সম্পূর্ণ ও লিপিকালের উল্লেখ যুক্ত পুথি

গ্রন্থাগারের নাম	পুথিব সংখ্যা	লিপিকাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩০	১২১০ বাং
সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ	১৩।৩৩	১২১৭ বাং
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ	২৭	১২২৭ বাং
বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি	১৩৬৮	১২৪৫ বাং
সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ	৬৯।১২	১২৭০ বাং

খণ্ডিত ও লিপিকালের উল্লেখ হীন পুথি

শিলচর নর্ম্যাল স্কুল	১৭০
সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ	১৭।১৯, ১৮।৬, ১৮।১২, ৭০।১৩ ;

এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে একখানি বৈদ্যনাথ মঙ্গলের পুথি ছিল। তাহাব উল্লেখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার চতুর্থবর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় [১৩০৪ বঙ্গাব্দ] পাইতেছি। বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধের ১৭৫ সংখ্যক পুথি বৈদ্যনাথ মঙ্গল। এইপুথি ১২১০ বঙ্গাব্দের ২ ভাদ্র তারিখে নকল করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচার্য্য এম এ ও আমার যুগ্ম সম্পাদকতায় বৈদ্যনাথ মঙ্গল গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

গত গ্রীষ্মের বন্ধে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির সন্ধানে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুব, ও রাজসাহী গিয়াছিলাম। সেই সময় রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত বৈদ্যনাথ মঙ্গল পুথিরসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইয়া আসি। এই বিবরণ নিম্নে যথাযথ মুদ্রিত হইল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কয়েক খানি

পুথি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে উপহার দেন বৈদ্যনাথ মঙ্গল বিদ্যার্ণব মহাশয়ের উপহৃত পুথি। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীরোদ বন্ধু সান্যাল এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সৌজন্যে এই পুথিখানা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এস্থলে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম।

রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত ১৩৬৮ সংখ্যক পুথি "বৈদ্যনাথ-মঙ্গল" ইহার পত্র সংখ্যা ১—২৬; প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তি করিয়া লিখা আছে। পুথির আকার ১৪৯/৪" × ৪½" ইঞ্চি, তুলট কাগজে লিখা, লিখা স্পষ্ট।

আরম্ভ :—'শ্রীদুর্গা : নমো গনেশায় নম ॥ অথ বৈদ্যনাথ মঙ্গল ॥

প্রণমহু নারায়ণ সংসারের সার
গোরুর অধিক জ্ঞান দেব নাহি যার ॥
শ্রীযটী উৎপন্ন হৈল জাহার কারণ।
প্রণমহু বৈদ্যনাথ দেব ত্রিলুচন ॥
প্রণমহু পার্ব্বতি জে হেমন্ত দুহিতা।
প্রণমহু গঙ্গাদেবি ত্রিজগত মাতা ॥
করজুড়ে প্রণমহু ভারধি চরণ।
বৈদ্যনাথ মঙ্গল এই সংক্ষেপ রচন ॥" [পৃ ১]
'দ্বিজ সুন্দরে কএ শুন রাজা মহাশয়
স্তুতি কর সংঙ্কর সাক্ষাৎ।
ভক্তি ভাবে ভজ নরে ক্রেপা করে মহেশ্বরে
পতিত পাবন ভুলানাথ ॥' [পৃ ৮]
'ভকতি করিয়া জেবা উপবাস করে।
মনবাঞ্ছা পুর্ণ তার করেন শঙ্করে ॥
বৈদ্যনাথ মঙ্গল লুক শুন এক মনে।
বুলেন সুন্দর বাএ শিবের চরণে ॥' [পৃ ১৩ ক]

মধ্য :— 'নন্দি ভৃঙ্গি বুলে প্রভু সংসারের সার।
তুমার সেবক নাম না ধরিমু আর ॥
আপনার জগ্য সিব লঙ্কার রাবণ।

তাকে প্রাণে বধ কেনে প্রভু পঞ্চানন ॥
রাবণকে পরিত্রাণ করহ গুসাই ।
তুমার সম্বন্ধে রাজা মর হএ ভাই ॥, [পৃ ১৩]

অন্ত :—　'শ্রম জুক্ত হৈয়া যেবা য়ানে গঙ্গাজল ।
সেই জলে পাহিবেক চরণ কমল ॥
গঙ্গাজল দিয়া স্নান করাইব শিবেরে ।
তাহারে প্রসন্ন প্রভু দেব মহেশ্বরে ॥
ভক্তি করি যেই জনে জেই ভিক্ষা চাএ ।
বাঞ্ছা সিদ্ধি করে প্রভু বৈদ্যনাথ রাএ ॥
বৈদ্যনাথ মঙ্গল জেই সুনে ভুনে গাএ ।
রূগ ব্যাধি খণ্ডে তার বেকুণ্ঠেত জাএ ।

ইতি শ্রীবৈদ্যনাথ মঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২৪৫ তাং বৈশাখ সকিম্ব পুস্তক শ্রীবিষ্ণুদেব শর্ম্মণ, সাকিন ব্রাহ্মণবাড়িরা সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র নাগ ॥ [পৃ ২৬]

শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

৺বিপিন চন্দ্র পাল
পৈল, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

জন্ম—১২৬৪ বাং কার্ত্তিকমাস
মৃত্যু—১৩৩৯ বাং ৬ জ্যৈষ্ঠ।

1. A/Maghotsab Present./Keshub Chandra Sen ;/His place in Modern Hindu Thought. / A / Commemoration Lecture / By / Babu Bipin C. Pal. / Reprinted from the "Indian Mirror" / Printed by K. P. Mookerjee, 20, Mangoe Lane, Calcutta. / 1893. / Price 4 annas only. / pp. 24 ; Size $8\frac{1}{8}'' = 5\frac{1}{4}''$ inches.

2. An / Introduction to the Study / of Hinduism / A Study in Comparative Religion. / By / Bipin Chandra Pal. / written during his confinement in / Calcutta and Buxar. / Calcutta. / Printed by S. C. Ghose at the Lakshmi Printing works / 64-1 and 64-2 Sukea's street. / pp. 1+185. Size $7'' \times 4\frac{7}{8}''$ inches. [Preface 18 Aug. 1908] Fragment. / Hindu History / 1 its Bearing on Hinduism. / pp. 53.

3. Bengal Provincial Conference Session, Barisal. 1921. Presidential address of Sj B. C. Pal. pp. 124 ; Size $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$

4. Bengal Vaishnavism / Bipin Chandra Pal / with a preface by Mr. Hirendra Nath Datta. / M. A., B. L., P. R. S., Vedenta-Ranta / Calcutta / Modern Book Agency / 10 College square / 1933 / pp ii+174 Size $7'' \times 4\frac{3}{4}$ inches.

5. Brahmo Samaj and the / Battle of Swaraj in India. / Bipin Chandra Pal / Printed & Published by / Triguna Nath Roy / Brahmo Mission Press / 211, Cornwallis Street. / Calcutta / 1926 / Eight annas / pp-57 ; Size $7\frac{1}{8}'' \times 4\frac{3}{4}''$ inches.

6. Character Sketch / of / Sj. Aurobindo Ghosh / By / Sj. Bipin Chandra Pal. / Price 2 Annas only / P. P. 25 ; Size $6\frac{3}{8}'' \times 4''$ inches.

7. Europe Asks who is Shreekrishna / Letters written to a Christian Friend. / Bipin Chandra Pal. / The New India Printing & Publishing Co., Ltd., / Calcutta / 1939 / p. p. 176 ; Size $7\frac{1}{8}'' \times 4\frac{3}{4}''$ inches.

8. Memories / of / My Life and Times / Bipin Chandra Pal. / Calcutta ; / Modern Book Agency / 10, College Square / 1932 / pp. xiv+465 ; Size $8\frac{1}{3}'' \times 5\frac{1}{3}''$ inches.

9. Mrs. Annie Besant / A Psychological Study / By / Bipin Chandra Pal / Gonesh & Co., / Publishers, Madras / pp. 725+3, Size $4\frac{3}{4}'' \times 3\frac{1}{2}''$ inches.

10. Nationality and Empire / A Running Study of some current / Indian Problems / By / Bipin Chandra Pal / Calcutta & Simla / Thacker Spink & Co. / 1916 / pp. xxxiii+416 ; Size $7'' \times 4\frac{3}{4}$ inches.

11. Sir Asutosh Mukherjee / A Character Study / By / Bipin Chandra Pal / Published by / Choudhury & Choudhry / Calcutta : / 1911 / pp. x+ii+v+316 ; Size Part II / Some World problem / Through Indian Speces pp. 93.

12. Swaraj / what it is ? / and how to attain it ? / with special reference to the present situation and the / Congress Programme. / By the world-renowned Nationalist thought-leader / Srj. Bipin Chandra Pal / A Thoughful Expcsition of the idea and ideal of Swaraj as / suited to our national genious, with due regard to modern environments. / Published by / Vadhwani, & Co. ; / National Printers & Publishers ; / Khatan Mansions, Girgaon Tram Terminus Bombay, 4 / price eight annas, 28th December 1922 / pp. 42 ; Size $7\frac{1}{8}'' \times 4\frac{7}{8}''$ inches.

13. The new Economic / Menace to India / By Bipin Chandra Pal / Madras / Gonesh & Co. / 1920 / pp. 250. Size 7″ × 5″ inches.

14. The New Spirit. / A selection from the writings and speeches / of / Bipin Chandra Pal / on / Social, Political and Religious subjects. / Published by / Sinha, Sarvadhikari & Co. / 3-2, College Street / Calcutta / 1907 / Price Re. 1 as. 4 / pp. ii+ii+258, Size 7″ × 4¾″ inches.

15. The / Present Social Reaction / what does it mean ? / The substance of a Lecture delivered extempore at the Bathune / Society, Calcutta ; on Thursday, Dec. 5, 1889, / H. J. S. Cotton Esq. C. S. / presiding. / By / Bipin Chandra Pal / Calcutta ; Printed and Published by K. C. Datta, B. M. Press / 211, Cornowalis Street / pp. i+19, Size 8″ × 5″ inches.

16. The Soul of India / By / Bipin Chandra Pal / Pub- Tagore & Co., Madras / pp. xiv+175 ; Size 6¾″ = 4⅔″ inches 2nd. Ed. 1923.

17. The Soul of India / A / Construtive Study / of / Indian Thoughts & Ideas / Bipin Chandra Pal / The New Indian Printing & Publishing Co., Ltd. / Calcutta. / 1940 / pp. xi+iv+260 ; Size 7⅓″ × 4⅘″ inches 3rd Ed.

18. The / Soul of India / A / Constrctive Study, / of Indian Thoughts and Ideals. / By / Bipin Chandra Pal / Published by Chaudhury & Chaudhury, / Calcutta : / 1911 / pp. x+ii+v+316. Size. Part II / Some world problems. / Through / Indian Speces. / pp. 93.

19. The World Situation / And / Ourselves / By / Bipin Chandra Pal. / To be had of :— / Messrs. Banerjee, Das & Co, / Book-Sellers & Publishers / Cornowalis Buildings / Calcutta / 1919 / pp. 64 ; Size 6⅝″ × 4¾″ inches

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৯ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৫১ বাং | ৪র্থ সংখ্যা

হবিগঞ্জ-সাহিত্যসভা-নববর্ষোৎসব—
কার্য্য বিবরণী

১৩৫২ বাংলা ৯ ই বৈশাখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় লোকেল বোর্ড বিল্ডিং এ নববর্ষোৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র তর্ক তীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুর সংসদ কর্ত্তৃক ঐক্য বাদনের পর সম্পাদক তাহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। শ্রীমান অমলেন্দু রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন ধর তাহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমতী কল্যাণী রায় "শরৎ সাহিত্যে নারী" শীর্ষক একটি তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমান সুনীল কান্তি ভট্টাচার্য্য "শিবাজী উৎসব" নামক কবিতাটী আবৃত্তি করেন। অধ্যাপক ভূপেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য "সাহিত্যের গতি" সম্পর্কে এবং অধ্যাপক নিস্তারণ ভট্টাচার্য্য, "বৈদিক যুগের রাষ্ট্র" সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সভা ঐ দিনের জন্য শেষ হয়।

পর দিবস সন্ধ্যায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে নবদ্বীপের মায়াপুর আশ্রমের প্রচারক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র শরণ দাস ভক্তি শাস্ত্রী ও সোনার গৌরাঙ্গ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দেব মহাশয় দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এবং সমাজ গঠনে ও রক্ষণে সাহিত্যের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন।

তৎপর দিবস ১১ই বৈশাখ সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীমান মণি মোহন রায় ও শ্রীমতী কল্যাণী রায় তাহাদের ছোট গল্প পাঠ করেন। মেয়েদের আবৃত্তি প্রতি-

যোগিতায় শ্রীমতী বেলা রায় ১ম স্থান ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না পোদ্দার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১২ই বৈশাখ সন্ধ্যায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত রুক্মিনী কান্ত পাল "কবি বৃন্দাবন চন্দ্র গোপ" সম্পর্কে একটি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এবং শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল সিংহ চৌধুরী "বাংলা ভাষার" একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ঐ দিন নৃত্য প্রতি যোগিতায় শ্রীমতী ভানু রায় ১ম স্থান অধিকার করেন। প্রতি দিনই সেতার, এসরাজ, বেহালা প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সংগীত হয় এবং ছেলে-মেয়েদেরে পুরস্কৃত করা হয়।

ঐ দিন নিম্ন লিখিত দুইটী প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব— হবিগঞ্জ সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক আহূত এই সভা প্রবীণ সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক ৺ রজনী চন্দ্র দত্ত কাব্য রঞ্জন মহাশয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার আত্মীয় বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

২য় প্রস্তাব — হবিগঞ্জ সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক আহূত এই সভা সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প কলার উন্নতি কল্পে হবিগঞ্জ সাহিত্য সভা গত দীর্ঘ ৮ বৎসর যাবৎ যে প্রচেষ্টা করিয়া অসিতেছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ও সামাজিক জীবন গঠনে কল্যাণ কর। অর্থাভাবে এই সভা তাহাদের বহু পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। এই সভা তজ্জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করিতেছে।

পরিষদীয়

দশম বর্ষ—প্রথম অধিবেশন।

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৫১ বাংলা) ২৭ মে (১৯৪৪ ইং) শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ৺ বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে পরিষদের প্রথম (বিশেষ) অধিবেশন হয়। স্বর্গীয় রায়বাহাদুরের বাল্য সুহৃদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়

অধ্যাপক কুঞ্জলাল দত্ত মহাশয় রায়বাহাদুরের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া রেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় ত হয়। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

আজীবন জ্ঞানান্বেষী, বিদ্যানুরাগী, নিরহঙ্কার শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের অন্যতম-রী সভাপতি, সুপণ্ডিত রায়বাহাদুর ৺বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক গমনে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ-কর্তৃক আহূত এই সভা গভীর শোক শ করিতেছে। এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা করিতেছে।"

দ্বিতীয় অধিবেশন

গত ২২শে শ্রাবণ (১৩৫১ বাংলা) ৭ই আগষ্ট (১৯৪৪ইং) সোমবার সন্ধ্যা টকার সময় স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের তিরোধান উপলক্ষে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। রায় সাহেব জ্যোতিবিন্দ্র নাথ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকটি বালিকা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রচনা হইতে আবৃত্তির পর শ্রীযুক্ত অশোক বিজয় রাহা তাঁহার স্বভাব সুলভ র সহিত রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন। সভাপতি একটি সুন্দর ভাষণের পর একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গীত হইয়া সভার কার্য্য ।।

তৃতীয় অধিবেশন

২১শে কার্ত্তিক (১৩৫১ বাংলা) ৭ই নবেম্বর (১৯৪৪ইং) মঙ্গলবার ০ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন যুক্ত অশোক বিজয় রাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ীলমাধব সেন এম্ এ মহাশয় "রবীন্দ্র সাহিত্যে ঋতু চক্র" সম্পর্কে একটি পাঠ করেন। প্রথমতঃ পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র সিংহ মহাশয় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩২৬ সালের ২১শে কার্ত্তিক তারিখে, র্গত পিতৃদেবের আমন্ত্রণে শ্রীহট্টে রবীন্দ্র নাথের শুভাগমন হইয়াছিল, ইহার

উল্লেখ করেন। এবং রবীন্দ্র নাথের পদার্পণে শ্রীহট্টের যে অপূর্ব্ব প্রবাহিত হইয়া ছিল তাহার সুষ্ঠু বর্ণনা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্তা বি দে র পরিচালনায় "রবীন্দ্র ঋতু সঙ্গীত" সুললিত কণ্ঠে গীত হয়। সঙ্গীতে অধ্যাপক সেন মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। স মহাশয় রবীন্দ্র নাথের অপূর্ব্ব "ঋতু পরিক্রমা" সমন্ধে একটি অপূর্ব্ব বক্তৃ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সান্যাল মহাশয়, সভাপতি তাঁহার ছাত্র অশোক বাবুর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং সভাপতিকে ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন।

চতুর্থ অধিবেশন

বিগত ৪ঠা মাঘ (১৩৫১ বাংলা) ১৭ই জানুয়ারী (১৯৪৫ইং) বুধবার ৬॥০ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন হয়। পরি অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুরী মহাশয় সভ আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ "কামরূপ রাজ বর্ম্মা প্রদত্ত সপ্ত তাম্র শাসন" শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র দাস এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চৌধুরী এম্ এ মহা সীমান্ত" শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিগত মহাযুদ্ধে সামরিক কার্য ব্যপদেশে ব্রহ্ম প্রদেশে গিয়া যে, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন ভাষায় তাহার বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শশিমোহন প্রমুখ সভ্যগণ আলোচনায় যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় "ভাস্ক তাম্রশাসন সম্বন্ধে সারগর্ভ মন্তব্য করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদ
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ।